০৩-০৪-১০ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা দুঃখহরণ সুখদাতা বাবার সন্তান, মন্সা-বাচা-কর্মণায় কাউকে দুঃখ দিও না, সবাইকে সুখ দিও"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার জন্য মুখ্য ধারণা কি হওয়া উচিত্ ?

উত্তরঃ - তোমাদের মুখ থেকে বেরোনো প্রতিটা শব্দ মানুষকে হীরেসম তৈরি করে । তাই তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । সকলকে সুখ দিতে হবে । এমনকি কাউকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তাও তোমাদের করা উচিত্ নয় । তোমরা এখন সত্যযুগে, স্বর্গের দুনিয়ায় যাচ্ছ যেখানে সর্বদা সুখই সুখ, যেখানে দুঃখের কোনও অস্তিত্ব নেই । তোমরা বাবার শ্রীমত্ পেয়েছ, বাচ্চারা, বাবার মতো দুঃখহর্তা সুখকর্তা হও । তোমাদের কাজ হ'ল সবার দুঃখ হরণ করে সুখ দেওয়া ।

গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের শান্তি এবং নীরবতার দুনিয়ায় নিয়ে চলো . . .

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তোমরা এই গীত শুনেছ । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, তোমরা এমন এক নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ যেখানে প্রথমতঃ মায়া নেই এবং মন্সা-বাচা -কর্মনায় কারও কোনও দুঃখও নেই । এই কারণেই তার নাম হয় স্বর্গ, প্যারাডাইস, বৈকুন্ঠ এবং সব সময় সেই দুনিয়ার মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণেরই ছবি দেখানো হয় । প্রজাদের ছবি দেখানো হয় না । লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে এটাই প্রমাণ হয় যে তাঁদের রাজধানীতে অবশ্যই সেইরকম মানুষই থাকবে । ভারতে তাঁরাই ছিলেন স্বর্গের মলিক, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র ছিলনা । মন্সা-বাচা-কর্মনায় কারও কোনও দুঃখের কারণ নেই আর বাবাও কাউকে কখনও দুঃখ দেননা । তাঁর নামও মহিমান্বিত, দুঃখহর্তা সুখদাতা । বাচ্চারা, তিনি এখানে বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন । এই দুনিয়ার সকলে তাদের একে অপরের সংকল্প, রূঢ় কথার অথবা কর্মের আদান-প্রদানে দুঃখ পায় । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর অন্য কেউ তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে পারবে না । স্বর্গ নিশ্চয়ই ছিল । শুধু তাকিয়ে দেখ, সায়েন্স দ্বারা এখানে কত কিছু তৈরি হচ্ছে । দেখ কিভাবে এরোপ্লেন, মোটর-কার এবং অট্টালিকা ইত্যাদি তৈরি হয়ে যাচ্ছে ! সায়েন্স ওখানেও কার্যকর হবে । এইরকম নয় যে বৈকুন্ঠ মাটির তলদেশ থেকে বেরোবে । যেমন দেখানো হয়েছে দ্বারকা সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে । যা কিছু সমুদ্রের নিচে যাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে । সবকিছু আবার প্রথম থেকে শুরু হবে। সুতরাং, যখন বাবার থেকে তোমরা বাদশাহী লাভ করছ তখন কারও প্রতি তোমাদের বুদ্ধিতে সংকল্প, কঠোর শব্দ বা কর্মের আদানপ্রদানে দুঃখ দেওয়ার চিন্তাও যেন না আসে । যদিও এটা মায়ার রাজ্য, মনে তুফান আসবে অর্থাত্ মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দেবে কিন্তু তবুও তোমাদের হৃদয়ে কারও প্রতি কোনরূপ দুঃখদায়ী সংকল্প যেন প্রবেশ না করতে পারে । এই সময়, প্রত্যেকে একে অপরকে দুঃখ দিচ্ছে । তারা ভাবছে এটাই সুখ, আসলে তা' দুঃখ । তারা সবাইকে বাবার প্রতি বিমুখ করে তুলছে । এই ভক্তিমার্গও ড্রামায় নির্ধারিত । ড্রামা কেউ বুঝতে পারেনা । যখন সেই সমস্ত মানুষ শাস্ত্র শোনায়, তারা মনে করে যে তারা জ্ঞান দান করছে । মানুষ ভাবে জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা তারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করবে । তারা নানারকম পথ দেখায় । তারা বলে, বহু সময় ধরে তারা ভক্তি করেছে বলেই ভগবান এসেছেন । আমরা বলি, ভক্তি যখন শেষের দোরগোড়ায় তখন তাঁকে আসতেই হয় । তিনি এসে ভক্তির

ফল দেন । তারা সবাই ভক্তির লাইনে চলে আসে । একে জ্ঞান বলা যায়না । শাস্ত্রের জ্ঞান থেকে সদগতি হয়না । সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান তাদের নেই । তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, প্রাচীন জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমে ভারত স্বর্গ হয়েছিল, সুতরাং এটা নিশ্চয় ভগবানই শিখিয়ে থাকবেন । মানুষ রাজযোগ শেখাতে পারেনা । ভগবান যে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন সেটাই পরে শাস্ত্র তৈরি হয়েছিল । এখানে বসে ভগবান স্বয়ং নলেজ বুঝিয়ে দেন । গীতায় শুধু একটা ভুল হয়েছে, নাম বদল করে দিয়েছে এবং সময়ও আলাদা উল্লেখ করেছে ।
তোমরা বুঝতে পারছ, ভগবান আমাদের রাজযোগের জ্ঞান শেখাচ্ছেন । সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান কোনও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি । তারা কল্পের সময়কাল অনেক বড় করে লিখেছে । মানুষ সেই শাস্ত্রই পড়ে চলেছে । বাবা বুঝিয়েছেন, এটা সৃষ্টিরূপী ঝাড় । প্রথমে, ঝাড়ে অল্প পাতা থাকে তারপরে ধীরে ধীরে পাতা বাড়তে থাকে । মানুষ বিভিন্ন ধর্মের পাতা দেখিয়ে থাকে । বাস্তবে, সমগ্র বেদ এবং শাস্ত্র ইত্যাদি ভাগবত গীতার পাতা, সুতরাং, সমস্ত শাস্ত্র তার থেকেই বেরিয়েছে । তোমরা জানো, নতুন ঝাড় অবশ্যই স্থাপনা হবে । প্রবল ঝড়ে অর্থাত্ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির অস্থিরতায় কিছু কিছু খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ঝরে যায় । তোমরা জানো যে, তোমাদের দৈবী ঝাড়ের ফাউন্ডেশন এখন স্থাপন হচ্ছে । যারা ধর্ম স্থাপনা করে তারা জানেনা যে তারা ক্রিশ্চান ধর্মের অথবা অন্য ধর্মের স্থাপনা করছে । এটা পরে বোঝা যায় যে, অমুক ধর্মের ফাউন্ডেশন স্থাপিত হয়েছে । এখানে তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিবর্তিত হও । তোমরা বুঝেছ যে, তোমাদের দেবী-দেবতা হতে হবে । তোমাদের সকলকে সুখী করতে হবে কাউকে দুঃখী করার কথা চিন্তাও করবেনা । তোমাদের মুখের এক একটা কথা এমন হবে যা' মানুষকে হীরে সমান করে । বাবাও আমাদের নলেজ দেন, যে নলেজ ধারণ করতে করতে আমরাও হীরেসম হয়ে যাই । বাস্তবে, কেন একজন টিচার অন্য কাউকে দুঃখ দেবে ? তিনি তো প্রত্যেককে পড়ান । হ্যাঁ, এটা বোঝানো হয় যে, যথার্থভাবে পড়া না করলে ২১ জন্মের জন্য লোকসান হয়ে যাবে । ২১ জন্মের জন্য এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । এখন তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছ যাঁকে ভক্তিমার্গে তোমরা স্মরণ করতে - "হে ভগবান" । সাধু সন্ত ইত্যাদি সকলে তাঁকে স্মরণ করে । ভগবান এক, কিন্তু তারা জানেনা তিনি কে । শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন । কেউ একথা বলবে না যে তিনি সবার দুঃখহর্তা সুখকর্তা । যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মা সুখে ছিল, সে এখন দুঃখে আছে । ভগবানের প্রতি এই কথা বলা যায়না; তিনি সুখ দুঃখের ঊর্ধে । তাঁর মানুষের দেহ নেই । বাবা যা স্থাপনা করেন, সেখানে সুখই সুখ । সেই কারনে গাওয়া হয় দুঃখহর্তা সুখকর্তা ।

তোমরা জানো যে, রাবণ রাজ্যে অর্ধ কল্প ধরে আমরা অসুখী ছিলাম, সুখ ছিল সাময়িক, আদতে দুঃখ ছাড়া কিছু ছিলনা, যার কারণে সন্ন্যাসীরা বলে সুখ হলো কাকবিষ্ঠাসম কেননা সকলের জন্ম হয় বিকার থেকে । সেখানে অবশ্যই প্রবৃত্তি মার্গ থেকে থাকবে যেখানে কোনও বিকার ছিলনা এবং সেটা নিশ্চয়ই সত্যযুগে ছিল । তার নাম ছিল স্বর্গ । সেটাই প্রবৃত্তি মার্গ, স্বর্গ, আর তারপর পতিত হলে তাকে বলা হয়ে থাকে ভ্রষ্টাচারী মার্গ, নরক । এই সুখ -দুঃখের খেলা পূর্ব নির্ধারিত । মানুষ এই মুহূর্তে সুখ তো পরমুহূর্তে দুঃখ অনুভব করে । তারা জানেনা যে, স্বর্গে অবিরাম সুখ এমনকি কোনরকম দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকেনা, অথচ এখানে সুখের লেশমাত্র নেই । বিকারে যাওয়ার অর্থই হলো দুঃখ । এই কারনে সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস নেয় অর্থাত্ তাদের পথ নিবৃত্তি মার্গের । সত্যযুগে প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, তা' ছিল শিবালয় । মন্দিরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হীরে-মানিক্য বিজড়িত মুকুটে সজ্জিত লক্ষ্মী-নারায়ণ আদি দেবী-দেবতাদের জড় চিত্র দেখানো হয়েছে । একমাত্র ভারতে দেবী-দেবতা সম্প্রদায়ে রাজা রাণী ছিলেন, আর অন্য কোনও ধর্মে এমন ছিলনা । রাজা অনেক হয়েছে কিন্তু ডাবল্

তাজধারী নয় । সত্যযুগের প্রারম্ভকাল থেকেই রাজত্ব শুরু হয় । আর সেটাই ছিল আদি সনাতন ডাবল্ তাজধারী দেবী-দেবতা ধর্ম । কিভাবে সেই ধর্ম স্থাপনা হয়েছিল ? একমাত্র তোমরা বাচ্চারা এখন এই সবকিছু জানো । বাবার শ্রীমত্ অনুসরণে তোমরা দুঃখহর্তা সুখদাতা হয়েছ । তোমাদের কাজ হলো সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ দেওয়া । তোমরাই যদি কাউকে দুঃখ দাও তবে কে বলবে, তোমরা দুঃখহরণ সুখদাতার সন্তান ! প্রথমে মন্সায় সংকল্প আসে পরে অ্যাক্টে আসে । বাচ্চারা তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । ভগবান তোমাদের পড়ান, তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের স্বভাব দৈবী গুণ সমৃদ্ধ হচ্ছে মানুষ কিভাবে তোমাদের বিশ্বাস করবে ! গীতাতেও লেখা হয়েছে, ভগবানুবাচঃ আমি তোমাদের সাধারণ নর থেকে নারায়ণ বানাতে আসি । ভগবান নিশ্চয়ই সঙ্গমে আসবেন । ভগবানুবাচঃ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । সুতরাং , নিশ্চিতভবে পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হতেই হবে । এই কাজ শ্রীকৃষ্ণের নয় । তারা ত্রিমূর্তি দেখায় কিন্তু শিবকে বাদ দিয়েছে । তারপর তারা বলে ব্রহ্মা ত্রিমুখ বিশিষ্ট । তাহলে, এই একমুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন ! মানুষের কিভাবে তিন মুখ হতে পারে ? বাবা বলেন, তোমরা আমার অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বাচ্চা । তোমরাই সারা বিশ্বকে শাসন করতে । বাবা এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন । এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । বাবা সবাইকে বি-দেহী বানিয়ে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান । এখানে এসে তোমরা শরীর ধারণ করো । বিভিন্ন দেহ ধারণ করতে করতে দেহ-অভিমানের অভ্যাস কঠোর হয়ে যায় । এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । আমি আত্মা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করছি ; এটা এখন অন্তিম জন্ম । এইভাবে নিজের সাথে কথা বলো । বাবা বলেন, আত্ম-অভিমানী হও ; এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে তারপর সত্যযুগে আসবে । তোমরা আমার থেকে স্বর্গ রাজ্যের উত্তরাধিকার নিতে পুরুষার্থ করছ । যখন বাবাকে তোমরা ভুলে যাও তোমাদের খুশির পারা উঠতে পারেনা । শাস্ত্রে তারা একটা বিরাট ভুল করেছে শিব বাবার নাম বাদ দিয়ে । তারা তাঁর পূজা করা সত্ত্বেও বলে, তিনি নাম রূপ থেকে পৃথক । তবে তারা কার পূজা করছে ? তারা কার স্মরণ করছে ? তারা বলে, আত্মার অবস্থান ভ্রু যুগলের মাঝখানে । কিন্তু তারা জানেনা আত্মা কার সন্তান । আমি আত্মা ভ্রুকুটির মাঝে বসে এই শরীর দ্বারা আমার নিজের পার্ট প্লে করি । শরীররূপী এই পুতুলকে আমি নাচাই অর্থাত্ একে সঞ্চালন করি । কাঠপুতুলের ডান্স যেমন হয় । অন্য ব্যক্তি সেই পুতুল নাচায় । সর্বাগ্রে তোমাদের দেহী -অভিমানী হয়ে বাবা যা বোঝাচ্ছেন তা' ধারণ করতে হবে । প্রদর্শনীতে প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে বলো, তিনি সকলের পিতা, তিনি নিরাকার । আর দ্বিতীয়, সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মা । আমাদের দুই পিতা । তোমরা জানো, একজন লৌকিক বাবা এবং আর এক পারলৌকিক বাবা । একজন হদের আর এক্ বেহদের । এখন নতুন রচনা রচিত হচ্ছে । আমরা শিববাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছি । নিজের সাথে এই কথাগুলো পাকাপোক্ত করে নিতে হবে - আমাকে দেহী-অভিমানী হতে হবে । আমি শিববাবার কাছে পড়তে যাই । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা সাকার । তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন । তোমরা নতুন রচনা, ব্রাহ্মণ । অন্যান্যরা হলো শরীরী ব্রাহ্মণ । ওরা শরীরের যাত্রা করায়, তোমরা করাও রুহানী । তোমরা বাচ্চারা এখন শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছ । ঈশ্বরীয় মিশন তোমাদের ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারীতে পরিবর্তন করছে । মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে পারেনা । বাস্তবে, তোমাদের সদাচার সমিতি পাপাচার দূর করে । দেখ তোমাদের লিডার কে ! বাবা বলেন, আমি আবারও এসেছি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে । এটা সেই সঙ্গমেযুগ । আমি এখন তোমাদের মানুষ থেকে দেবী দেবতা বানাই । তোমরা জানো যে, তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছ । ব্রাহ্মণরা হলো উচ্চ শিখর । ব্রহ্মাও উচ্চ শিখা । ব্রহ্মার মধ্যে যিনি প্রবেশ করেন তাঁকে এই সাধারণ

চর্মচক্ষে দেখা যায়না । বাকি সবকিছু দৃশ্যমান । বুদ্ধির দ্বারা জনতে পারো যে, নিরাকার বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন । ব্রহ্মার এখানে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন । তারা সূক্ষ্মবতণে হতে পারেনা ; তাদের এখানে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে । সাকার ব্রহ্মা যিনি তিনিই অব্যক্ত । এইসব কিছু বুঝতে হবে । প্রথমেই যদি লক্ষ্য কি বুঝতে পারো তবে যে কোনখানে পড়া করতে পারো । প্রতিদিন তোমাদের মুরলি শুনতে হবে । এমনকি তোমরা যদি একদিনও এই মুরলি শুনতে মিস করো তবে অনেক লোকসান হয়ে যাবে কেননা প্রতিদিন গুহ্য পয়েন্টস বেরিয়ে আসে । হীরে- রত্নাদি অবিরত বেরোতে থাকে । যদি ফার্স্ট ক্লাস রত্ন বেরোয় আর তোমরা মিস করলে লোকসান হবে । রেগুলার স্টুডেন্ট খুব অ্যাক্যুরেট হয় । যদি তোমরা যথার্থ রীতিতে পুরুষার্থ না করো তবে তোমরা উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে না । এই পড়া অনেক উচ্চস্তরের । তারা সরস্বতীর হাতে বীণা আর কৃষ্ণের হাতে বাঁশুরী দিয়েছে । বাস্তবে, তারা ভুল করে কৃষ্ণকে দিয়েছিল । এটা ব্রহ্মাকে দেওয়া উচিত্ ছিল । তোমরা জানো যে, এই মুখ হলো শিববাবার মুখ । কৃষ্ণ এবং সরস্বতীর কোনও কানেকশন নেই । তারা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) আমি আত্মা এই শরীররূপী পুতুলকে নাচাচ্ছি । আমি এর থেকে পৃথক, এইরকম অভ্যাস করতে করতে দেহী-অভিমানী হতে হবে ।

২) মুরলি কখনও মিস ক'রো না, রেগুলার হতে হবে । পড়ায় একদম অ্যাক্যুরেট হতে হবে ।

বরদানঃ- "এক্ বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়" - এই স্থিতি দ্বারা সদা একরস এবং ভালবাসায় পূর্ণ থেকে সহজযোগী ভব

"এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - যে বাচ্চারা এইরকম স্থিতিতে সর্বদা থাকে তাদের বুদ্ধি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যে সহজে স্থিত হয়ে যায় । যেখানে এক বাবা সেখানে স্থিতি একরস আর প্রেমপূর্ণ হয় । যদি একের পরিবর্তে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কেউ আসে, তখন দ্বন্দ্ব শুরু হবে এবং এই কারনে তোমরা নানাবিধ বিস্তারে না গিয়ে মূল উপাদানের অনুভব করো, একের স্মরণে একরস থাকলে সহজ যোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- হৃদয়ে সর্বদা এই অনন্ত গীত বাজুক, আমি বাবার, বাবা আমার ।